যুগান্তর

তারিখ 18 FEB 2
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

আজ ড. জোহা দিবস

‘শিক্ষক দিবস’ জাতীয় হয়নি ৪৮ বছরেও

হাসান আদিব, *রাবি*

‘ডোন্ট ফায়ার! আই সেইড ডোন্ট ফায়ার! কোনো ছাত্রের গায়ে গুলি লাগার আগে আমার বুকে গুলি লাগবে।’ ১৯৬৯ সালের আজকের এই দিনে ছাত্রদের বাঁচাতে বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে এভাবে চিৎকার করেছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) তৎকালীন প্রক্টর ড. মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা। সত্যিই সেদিন ছাত্রদের গায়ে গুলি লাগার আগে ড. জোহার বুকে গুলি চালায় পাকিস্তানি সেনারা। সেই আজন্ম দ্রোহী জোহার শাহাদতের দিনটিকে দীর্ঘদিন ধরে ‘জাতীয় শিক্ষক দিবস’ ঘোষণার দাবি জানিয়ে আসছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কিন্তু ৪৮ বছরেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। দিবসটি শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত হয় ‘জোহা দিবস’ হিসেবে। রাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

‘শিক্ষক দিবস’ জাতীয় হয়নি ৪৮ বছরেও

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

মো. শাহ আজম যুগান্তরকে বলেন, ‘৪৮ বছরেও দিবসটিকে জাতীয় শিক্ষক দিবস করা সম্ভব হয়নি। এটা অত্যন্ত হতাশাজনক। জাতীয়ভাবে দিবসটি পালন করা এখন সময়ের দাবি। ভিসি অধ্যাপক ড. মুহম্মদ মিজানউদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় যেজন্য গর্ববোধ করে থাকে তা হচ্ছে, স্বাধীনতার প্রাথমিক সোপান রচনায় প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী ড. শামসুজ্জোহার অবদান। কিন্তু ড. জোহা সম্পর্কে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই তেমন কিছু জানে না। এ সময় তিনি জোহা দিবসকে শিক্ষক দিবস ঘোষণা ও সব স্তরের পাঠ্যপুস্তকে ড. জোহার জীবন-কর্ম অন্তর্ভুক্ত করার জোর দাবি জানান।

সেদিন যা ঘটেছিল : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার দাবি এবং সার্জেন্ট জহুরুল হক হত্যার প্রতিবাদে ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভেঙে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে পাকিস্তানি সেনারা মিছিলে গুলি করতে উদ্যত হয়। খবর পেয়ে তৎকালীন প্রক্টর শামসুজ্জোহা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ছাত্রদের সামনে দাঁড়ান। এ সময় তিনি পাকিস্তানি সেনাদের গুলি করতে নিষেধ করে বলেন, ‘কোনো ছাত্রের গায়ে গুলি লাগার আগে তা আমার গায়ে লাগবে।’ বেলা ১১টার দিকে ক্যাপ্টেন হাদী পিস্তল বের করে ড. জোহাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। গুলিবিদ্ধ ড. জোহাকে পরে রাজশাহী মিউনিসিপল অফিসে নিয়ে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

জোহার সংক্ষিপ্ত জীবনী : ১৯৩৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাকুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিন ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। ১৯৪৮ সালে বাকুড়া জিলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে মাধ্যমিক পাস করেন। পরে ক্রিশ্চান কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে স্নাতক ও ১৯৫৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে অর্ডিন্যান্স কারখানায় শিক্ষানবিশ সহকারী কারখানা পরিচালক হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন। এর পর লন্ডনের ইমপেরিয়াল কলেজ ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে যোগ দেন। শহীদ হওয়ার সময় তিনি স্ত্রী নিলুফা জোহা ও এক মেয়ে রেখে যান।

জোহার স্মৃতি রক্ষার্থে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন স্থাপনা : ড. জোহার স্মৃতি রক্ষার্থে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চার টাকা মূল্যের ডাকটিকিট চালু করা হয়। রাবি ক্যাম্পাসে একটি ছাত্র হলের নামকরণ করা হয় তার নামে। শহীদ শামসুজ্জোহা হলের সামনে রয়েছে স্মৃতি ভাস্কর্য স্ফুলিঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে প্রশাসানিক ভবনের সামনে চোখে পড়বে জোহার সমাধি। সেখানে জোহা স্মৃতিফলক নির্মাণকাজ চলছে।

৪৮তম শাহাদতবার্ষিকীর আয়োজন : ড. জোহার ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে আজ দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে প্রশাসন। এর মধ্যে রয়েছে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কালো পতাকা উত্তোলন, সকাল পৌনে ৭টায় ড. জোহার মাজার ও স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ। এরপর বিভিন্ন বিভাগ, আবাসিক হল, স্কুল, পেশাজীবী সমিতি ও সংগঠনের পক্ষ থেকে শহীদ ড. জোহার মাজার ও জোহা স্মৃতিফলকে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। সকাল ১০টায় সিনেট ভবনে জোহা স্মারক বক্তৃতা। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন বিশিষ্ট চিন্তক-গবেষক-লেখক অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা। সকাল ৮টায় রাবি অফিসার সমিতি কার্যালয়ে আলোচনা সভা। বাদ জোহর রাবি কেন্দ্রীয় মসজিদে কোরআনখানি ও বিশেষ মোনাজাত। বিকাল ৪টায় শহীদ শামসুজ্জোহা হলে আলোচনা সভা ও সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বালন। আজ শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হবে।